বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থবছর

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মোঃ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)
মোঃ রাশেদুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট)

প্রকাশক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

স্বত্ব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্
২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের নিমিত্ত গঠিত কমিটি

১.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোঃ আবুল বশার পরিচালক (উপসচিব), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ কবির উদ্দীন উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব সত্যজিত রায় দাশ সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	ড. মোঃ নুরুল আমিন চৌধুরী উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	মীর মোঃ আরিফুর রহমান বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	সদস্য
৮.	ড. মোছাঃ ফাহমিদা বেগম উপপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ভুঞা উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ স্বদেশ প্রতিষ্ঠার পথযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরলস ভূমিকা অব্যাহত আছে। সেই ভূমিকা তুলে ধরতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শিক্ষা চেতনাকে শাণিত করে, বুদ্ধিকে প্রখর করে, বিবেককে জাগ্রত করে। শিক্ষা আত্মিক মুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির দুয়ার খুলে দেয়। তাই মুক্তির বিশাল ভূবনে নিজেকে আবিস্কার করতে হলে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের বিকল্প নেই। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েই সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ সম্ভব। তাই বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্যই আমাদের স্লোগান 'শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় নেট এনরোলমেন্ট রেট প্রায় ৯৮ শতাংশ। তথ্য-প্রযুক্তির সহজ ও সাবলীল ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অনলাইনে বদলি চালু হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকদের বদলিজনিত দুশ্চিন্তার অবসানের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সুযোগ অবারিত হয়েছে। বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি স্কুলকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঝড়ে পড়া রোধ ও শিশুকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' পুনরায় আরও বৃহৎ পরিসরে চালু হতে যাচ্ছে; এ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো-ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কর্ম ও বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি মনে করি বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকরা জানতে পারবেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ধারাবহিকভাবে কী ধরনের অবদান রেখে চলেছে। আমি এ প্রকাশনার বহুল প্রচার কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মো: জাকির হোসেন এমপি

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের বিগত বছরের কার্যক্রমসমূহের উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার জন্যই 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩' প্রকাশ করা হচ্ছে।

শিক্ষাই জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি এবং প্রাথমিক শিক্ষা জাতি গঠনের ভিত নির্মাণ করে। তাই বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিসহ বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমানো, শিখন সময় বৃদ্ধিসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষক বদলি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি স্কুলকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানোর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হওয়া বছরের প্রথমদিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বই বিতরণ কার্যক্রম এখন বর্ণিল বই উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রুতিকটু ও নেতিবাচক ভাবার্থ সম্বলিত নাম পরিবর্তন করে সুন্দর, রুচিশীল, শ্রুতিমধুর এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতির সাথে মানানসই নামকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরকারি কর্মচারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তাদের জন্য 'শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট' আইন প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের' কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ-বিধিমালা প্রণয়ন, 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা' পরিমার্জন ও 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিদ্যমান বিধিমালা পরিমার্জনসহ এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি আইন এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সম্প্রতি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শতভাগ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৭,৫৭৪ (সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর) জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য একজন দক্ষ মেন্টর ও গাইড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১০ মাস মেয়াদী 'মৌলিক প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো- ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়া। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিশুদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাভূক্ত অধিদপ্তর-সংস্থার বিগত বছরের কর্মকান্ডের একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে; যা আগ্রহীদের কাজে লাগবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরিদ আহাম্মদ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		১১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		
১.০	সূচনা	১৫
১.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১৬
১.২	কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ	১৬
১.৩	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
১.৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১৬-১৭
১.৫	প্রধান কার্যাবলি	১৮
১.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	১৮
১.৭	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম	১৯
১.৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২০২৩)	২০
১.৯	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র	২১
১.১০	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২২)	২২
১.১১	প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২২)	২২
১.১২	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য (২০২২)	২৩
১.১৩	গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০১০-২০২২)	২৩-২৪
১.১৪	ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার	২৫
১.১৫	শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	২৫
১.১৬	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	২৫
১.১৭	এসডিজি বাস্তবায়ন	২৫
১.১৮	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	২৬
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর		
২.০	পটভূমি	৩১
২.১	রূপকল্প	৩১
২.২	অভিলক্ষ্য	৩১
২.৩	কৌশলগত লক্ষ্য	৩১
২.৪	সাংগঠনিক কাঠামো	৩১
২.৫	প্রধান কার্যাবলি	৩২
২.৬	প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৪২
২.৭	এসডিজি সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪৮
২.৮	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৪৮
২.৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৯
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো		
৩.০	ভূমিকা	৫৩
৩.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা	৫৩
৩.২	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৫৩
৩.৩	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৫৩
৩.৪	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৫৪
৩.৫	প্রধান কার্যাবলি	৫৫
৩.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৫
৩.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫৫
৩.৮	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.৯	তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬০
৩.১০	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় গৃহীত কর্মসূচি	৬১
৩.১১	মনিটরিং কার্যক্রম	৬১
৩.১২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)	৬১
৩.১৩	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৬৫
৩.১৪	চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি	৬৫
৩.১৫	এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম	৬৬
৩.১৬	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৬৬
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি		
৪.০	ভূমিকা	৬৯
৪.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৭০
৪.২	বোর্ড অব গভর্নরস	৭০
৪.৩	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৭০
৪.৪	সাংগঠনিক কাঠামো	৭১
৪.৫	প্রধান কার্যাবলি	৭২
৪.৬	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৭২
৪.৭	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৭২
৪.৮	এসডিজি বাস্তবায়ন	৭৬
৪.৯	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৭৬
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট		
৫.০	ভূমিকা	৭৯
৫.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৭৯
৫.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৭৯
৫.৩	সাংগঠনিক কাঠামো	৭৯
৫.৪	প্রধান কার্যাবলি	৮০
৫.৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮০
৫.৬	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৮১
৫.৭	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৮২
৫.৮	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ	৮২
৫.৯	এসডিজি বাস্তবায়ন	৮২
৫.১০	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৮৩
৫.১১	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৮৩
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট		
৬.০	ভূমিকা	৮৭
৬.১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৮৭
৬.২	কৌলশগত লক্ষ্যসমূহ	৮৭
৬.৩	সাংগঠনিক কাঠামো	৮৭
৬.৪	২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যাবলি	৮৯
৬.৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৯০
৬.৬	এসডিজি বাস্তবায়ন	৯১

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(এপিএসসি ২০২২ অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
০১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৫৬৫		
০২.	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬১৪০		
০৩.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮		
০৪.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৯১১		
০৫.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯৭		
০৬.	ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৪৩০০		
০৭.	কিন্ডারগার্টেন	২৬৪৭৮		
০৮.	এনজিও পরিচালিত স্কুল	৩৩১০		
০৯.	এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	২২৩৮		
১০.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭২		
১১.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১১৪৫৩৯		
শিক্ষক		পুরুষ	মহিলা	মোট
১২.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়**	১,২৭০৩৯	২৩৫৬৭০	৩৬২৭০৯
১৩.	অন্যান্য শিক্ষক	১০৯৮৫০	১৫৩৪৮৩	২৬৩৩৩৩
১৪.	মোট শিক্ষক	২৩৬৮৮৯	৩৮৯১৫৩	৬২৬০৪২
শিক্ষার্থী		বালক	বালিকা	মোট
১৫.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৮৩৫৭৬২৮	৮৮০৪৭৩৭	১৭১৬২৩৬৫
১৬.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৬৬৭৩২৩	১৭১৬৪০৩	৩৩৮৩৭২৬
১৭.	মোট শিক্ষার্থী (প্রাক-প্রাথমিকসহ)	১০০২৪৯৫১	১০৫২১১৪০	২০৫৪৬০৯১
১৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪৫১৭		
১৯.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১৫৫২৯১৯০		
২০.	গ্রস ভর্তির হার	১১০.৪৮%		
২১.	নীট ভর্তির হার	৯৭.৫৬%		
২২.	ঝরে পড়ার হার	১৩.৯৫%		
২৩.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার	৮৬.০৫%		

**২০২২ সালে আরো ৩৭,৫৭৪ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার মর্ম উপলব্ধি করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের নিকট একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃজন করা হয় যা ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে সরকার। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে এসডিজি'র লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) হচ্ছে - "Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning for all." সে লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং উপানুষ্ঠানিক (non-formal) শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী পথ-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট। ঝরেপড়া রোধসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনা গ্রহণ করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ

১.১ রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

১. সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ।
২. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ।

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো:

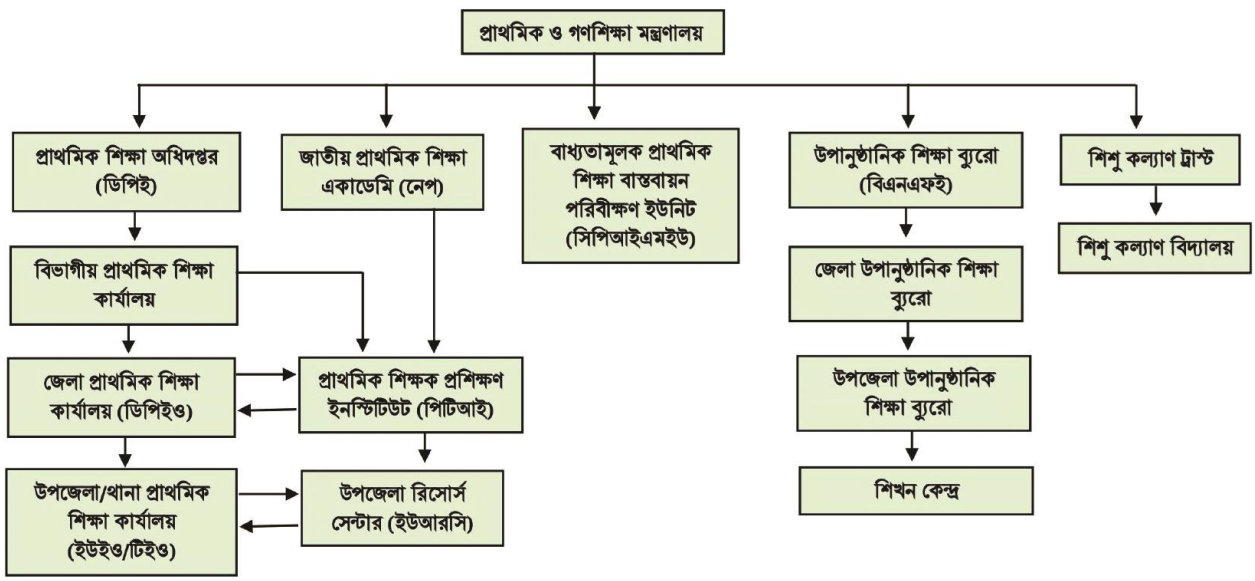

১.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৩ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৩ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন;
৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
৫. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন;
৬. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ;
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৬ রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	ব্যয়কৃত টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)	মন্তব্য
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬,৮৩,৬৬	১০,২০,৮৬	১৫.২৭%	স্কুল ফিডিং কার্যক্রম স্থগিত হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।
২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	১৯৭৭০,৮৭,০১	১৭৪৮৯,৭২,৭৬	৮৮.৪৬%	
৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২৬,৬৪,৫৩	২১,৮৬,৩৫	৮২.০৫%	
৪	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	৮,৬৪,৯৫	৮,১৮,৬০	৯৪.৬৪%	
৫	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৩৯,৩৯,৭৫	৩১,৩০,৮৫	৭৯.৪৭%	
৬	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৫,৭১,৮০	২,৮৫,৩৬	৪৯.৯১%	
	মোট:	**১৯৯১৮,১১,৭০**	**১৭৫৬৪,১৪,৭৮**	**৮৮.১৮%**	

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

৫.০ ভূমিকা

ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী এবং ক্ষেতে-খামারে অথবা নিজ সংসারে বাবা, মা ভাই, বোনকে সহায়তা প্রদানকারী অনধিক ১৫ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **"পথকলি ট্রাস্ট"** এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"** নামকরণ করা হয়।

৫.১ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

(ক) সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

(খ) নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু ও কিশোরদের ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ (Skill Training) প্রদান।

৫.২ কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

সুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র, শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পৃক্তকরণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২০, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

৫.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

(ক) ট্রাস্ট দপ্তরের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৭ (সাত) জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৪ (চার) জনসহ সর্বমোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে।

(খ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ চলমান ২০৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০৪ টি প্রধান শিক্ষক এর পদ, ৮৩৪ টি সহকারী শিক্ষকের পদ, ২০৪ টি অফিস সহায়ক এবং ০৬ টি নৈশ প্রহরীর পদ রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালক জনাব মোঃ আবুল বশার-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়

৫.৪ প্রধান কার্যাবলি

(ক) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র এবং পূনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ;

৫.৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

- **ট্রাস্টের এন্ডাউমেন্ট ফান্ডঃ**
  - **সাধারণ তহবিল** : ২৬,৭৪,৪৯,১৮২.৩০
  - **বৃত্তি তহবিল** : ১৪,৪০,০৫,০৭০.৯৪

❖ **২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটের বিবরণঃ**

❖ **প্রাথমিক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তা কার্যক্রম খাত:**

- সংশোধিত বরাদ্দ : ৩৯,৩৯,৭৫,০০০.০০
- চিফ একাউন্ট এন্ড ফিন্যান্স অফিসার প্রাগম হতে ছাড় : ৩১,৯৬,৯০,০০০.০০
- ব্যয় : ৩১,৩০,৮৫,২২৭.০০

- **অব্যয়িত অর্থ ৩০-০৬-২০২৩ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।**

- **ট্রাস্টের সাধারণ তহবিল:**
  - এন্ডাউমেন্ট ফান্ডের আয় : ১,১৩,৬২,০৬৫.৭২
  - সংশোধিত বরাদ্দ : ৬৮,৬১,০০০.০০
  - ব্যয় : ৪৭,৬৬,৭৫৫.০০

- **ট্রাস্টের বৃত্তি তহবিল**
  - এন্ডাউমেন্ট ফান্ডের আয় : ৬৫,৫৫,১৮৩.৫১
  - বরাদ্দ : ২৩,১৩,৫০০.০০
  - ব্যয় : ১৬,৩০,৬৩১.০০

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৮৪, উজিরপুর, বরিশাল।

৫.৬ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(১) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে সরকারি পিটিআই হতে ৪০ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান;
(২) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যহত রাখা;
(৩) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি বাস্তবায়ন;
(৪) যে সমস্ত জেলা/উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে সমস্ত এলাকার শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
(৫) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করণ;

(৬) সকল প্রকার জাতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
(৭) এপিএ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
(৮) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জরীপ সম্পন্নকরণ।

৫.৭ স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি, ২০২২ বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রথম গুগোল ফরম ব্যবহার করে অনলাইন-এ আবেদন গ্রহণ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়।
খ) বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পিতা/মাতা/অভিভাবকের মোবাইলে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" এর মাধ্যমে বৃত্তির অর্থ প্রদান।
(গ) দাপ্তরিক কার্যক্রমে ডি-নথির ব্যবহার।
(ঘ) বার্ষিক বরাদ্দ ব্যয়ে ইএফটি/ ibas++ ব্যবহার।
(ঙ) ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্যাদি গুগোল অনলাইন ফর্মের ব্যবহার।
(চ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম অনলাইন ও অপলাইন এর মনিটরিং।

৫.৮ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ

(ক) ট্রাস্ট কর্তৃক বৃত্তি কার্যক্রম: প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করে থাকে। মেধা কোটায় মাসিক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় মাসিক ৬০০/ টাকা হারে বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

(খ) সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি: শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

(গ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন (প্রণয়নে যাচাই বাছাইয়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদে কার্যক্রম চলমান) উদ্যোগ গ্রহণ এবং ট্রাস্টের ৭২তম ট্রাস্টি বোর্ড সভায় উক্ত আইনের খসড়া অনুমোদন।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫০, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

৫.৯ এসডিজি বাস্তবায়ন

এসডিজি-৪ এ "সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি"-র কথা বলা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখে আসছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সমাজের হতদরিদ্র, ভাগ্যাহত শিশু ও কিশোরদের সুবিধাজনক সময় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৮৯ সাল হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকগণ এসকল শিক্ষার্থীর অভিভাকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে শ্রমজীবী শিশুদের সুবিধাজনক

সময়ে বিদ্যালয় আগমন ও পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করেন যা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ফলে সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৫.১০ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

(১) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মধ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৪টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ট্রাস্ট প্রদত্ত সাধারণ ও মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

(২) শ্রমজীবী বাবা-মার কাজের সহযোগিতায় এবং নিজেরা শ্রম দিয়ে জীবীকা অর্জনের পথ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের সুবিধাজনক সময়ে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়। এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ অব্যাহত ও অবারিত থাকে।

৫.১১ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

দারিদ্রপীড়িত, ভাগ্যাহত অথচ নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী অনধিক ১৫ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। নো কস্ট অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতিতে বিদ্যালয় মনিটরিং ও ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। ২০২৫ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২,৪০০ জনে উন্নীত করা। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর নিজস্ব আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা। শ্রমঘন ও শিল্প এলাকায় চাহিদামতে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমজীবী শিশুদের প্রাথমিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। বিদ্যালয় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ট্রাস্ট দপ্তর সম্প্রসারণ। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যুগোপযোগী করণ।